দৈনিক বাংলা

3

তারিখ 17 JAN 1990
পৃষ্ঠা 6 কলাম 5

বৃত্তি পরীক্ষার গণিত প্রশ্নপত্র

গত ২০-১২-৮৯ইং তারিখের ঢাকা বিভাগের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার গণিতের প্রশ্নপত্রটি দেখে আমরা হতাশ ও বিস্মিত হলাম। আমরা জানি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার মেধা যাচাই করার মান (পাঠ্যক্রম) ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কিন্তু উক্ত প্রশ্নপত্রের ২নং এর সরল অংকেটি নবম/দশম শ্রেণীর মানের এবং ৩নং এর অংকটি ৭ম শ্রেণীর গণিত বই থেকে দেয়া হয়েছে। গত চার/পাঁচ বছরের চারটি বিভাগের প্রাথমিক পরীক্ষার কোন প্রশ্নপত্রে বা প্রস্তুতি পর্বের পুস্তকে এ নিয়মের কোন অংকের প্রদর্শন বা সমাধান দেখানো হয়নি। যার ফলে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েও আমাদের জানামতে কোন ছাত্র-ছাত্রী উপরোক্ত অংক দুটির সমাধান দিতে পারেনি। কেউ কেউ হয়তো কোন অদৃশ্য শক্তির বলে এ-গুলির শুদ্ধ সমাধান দিয়ে বৃত্তি পেয়ে যেতে পারে। যারা ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত মানের শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পুস্তক থেকে অপরিসীম পরিশ্রম করে পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করলো প্রশ্নকর্তা খামখেয়ালীপনা করে তাদের বৃত্তি থেকে বঞ্চিত করলেন। অর্থাৎ প্রকৃত মেধা বা প্রতিভার কোন মূল্যায়নই করা হলো না। যদি তাই হয়, তাহলে এ বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদের সাথে এ প্রহসনের অর্থ কি?

(৭-এর কঃ দ্রঃ)

(৬-এর কঃ পর)

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সদাশয় সরকারকে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

শহীদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক
কৃষি ঋণ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়,
ঢাকা।